কৃষি গবেষণা
বাংলাদেশ
BANGLADESH AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

বিএআরআই সংবাদ

বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ মাঘ-চৈত্র ১৪২৩

Visit Our Website : www.bari.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতি'র জাতীয় কনভেনশন- ২০১৭ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতি'র জাতীয় কনভেনশন-২০১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি-কে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতি'র জাতীয় কনভেনশন- ২০১৭ ও "Quality and Safety Assurance for Commercial Horticulture" শীর্ষক সেমিনার গত ৫ মার্চ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটরিয়াম, ফার্মগেইট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। FAO Representative in Bangladesh Dr. Sue Lautze অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. আবুল কালাম আযাদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সভাপতি, বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতি।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. মদন গোপাল সাহা, মহাসচিব, বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতি এবং বর্ণিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. মোহা. কামরুল হাছান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ। কনভেনশন ও সেমিনারে দেশের বিভিন্ন গবেষণা-সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত প্রায় ৪০০ জন উদ্যান বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং শিক্ষাবিদ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতি কৃষি সেক্টরের একটি অতি প্রাচীন পেশাজীবি অরাজনৈতিক সংগঠন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে উদ্যানতাত্ত্বিক (Horticulture) ফসলের গবেষণা, শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সমিতির কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো তথা উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করা। ■

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে ইনস্টিটিউট এর সেমিনার রুমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএআরআই পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) মো. শোয়েব হাসান। এরপর বিএআরআই এর নৈতিকতা কমিটি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. মো. আমজাদ হোসেন। অত:পর সকল আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধানগণ তাদের স্ব স্ব কেন্দ্রের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। অনুরুপভাবে বিএআরআই ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট সাইট প্রধানরা তাদের স্ব স্ব সাইট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর বিভাগীয় প্রধান/ প্রোগ্রাম লিডারদের *এরপর পৃষ্ঠা ৭*

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা- পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ। চার দশকে দেশে সবজির উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ। দেশে বর্তমানে প্রায় আট লাখ হেক্টর জমিতে বছরে প্রায় ২০ লাখ টনের অধিক সবজি উৎপাদন হচ্ছে। এখন দেশের প্রায় সব এলাকায় সারা বছরই ৬০ ধরনের ও ২০০টি জাতের সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাক-সবজি রপ্তানি করে ৬০০ কোটি টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে বাংলাদেশ। দেশে প্রায় ৬০০ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ থাকলেও ওষুধশিল্পে বর্তমানে ১০০ ধরনের ওষুধ উদ্ভিদ থেকে দেড় শতাধিক ওষুধ উৎপাদন হয়। কৃষিজ উৎপাদনে সফলতায় বাংলাদেশের সমৃদ্ধিতে নতুন আশার সৃষ্টি করেছে। দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জনমানুষ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এবং বাকি সব পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯.৪১ ভাগ এবং দেশের শ্রম শক্তির ৪৭.৫ ভাগ কর্মসংস্থান হয় কৃষি খাতে। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সঙ্গে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর কৃষি উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটলে দেশের সামাজিক অর্থনীতি তথা আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। কৃষি জমির বহুমুখী ব্যবহারে বদলে যাচ্ছে দেশ। বদলাচ্ছে কৃষকের ভাগ্য। গড়ে উঠছে কৃষি নির্ভর শিল্পপ্রতিষ্ঠান। দুই যুগ আগেও দেশের অর্ধেক এলাকায় একটি বা দুটি ফসল হতো। বর্তমানে সেই জমিতে তিন থেকে পাঁচটি ফসল উৎপাদন হচ্ছে। আবার একই জমিতে একসঙ্গে কয়েকটি ফসলও চাষ করা হচ্ছে। ধান চাষের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল যেমন ডাল, তেল, মশলা ও নানা অর্থকরী ফসলের চাষ করছেন কৃষক। এভাবে জমির বহুমুখী ব্যবহারে বদলে যাচ্ছে কৃষকের ভাগ্য। কৃষি অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী- পাবনা, কুষ্টিয়া, বাজশাহী, নাটোরসহ উত্তরাঞ্চলে ফল চাষের সঙ্গে সবজিও চাষ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আম ও লিচুর বাগানে আদা, হলুদ, ঢেঁড়স ও অন্যান্য সবজি একই সঙ্গে চাষ করা হচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণা, সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনা, কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিশ্রমী কৃষকের যৌথ প্রয়াসেই এমন সাফল্য এসেছে। দেশে কৃষি পরিবার এক কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৩। মোট আবাদযোগ্য জমি ৮৫ লাখ পাঁচ হাজার ২৭৮ হেক্টর। এক ফসলি জমি ২৪ লাখ ৪০ হাজার ৬৫৯ হেক্টর। দুই ফসলি জমি ৩৮ লাখ ২০ হাজার ৬৩৭ হেক্টর। তিন ফসলি জমি ১৬ লাখ ৩৭ হাজার ৭৬২ হেক্টর। নিট ফসলি জমি ৭৯ লাখ আট হাজার ৭৭১ হেক্টর। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল- গম-ভুট্টা) উৎপাদন হয়েছে ৩৯১, ০৩ লাখ মেট্রিক টন, ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ৯.৩৯৬ লাখ মেট্রিক টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ৯৪.৬৪ লাখ মেট্রিক টন, পিঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ২১.৩০ লাখ মেট্রিক টন এবং পাটের উৎপাদন হয়েছে ৭৫.৬০ লাখ বেল। নতুন নতুন জাতের ও প্রচলিত জাতের ফলের বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পাহাড়ি এলাকার পতিত জমি ফল চাষের আওতায় আনতে কাজ করছে কৃষি বিজ্ঞানীরা। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। ■

মো. মোস্তফা খান এর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মো. মোস্তফা খান

মো. মোস্তফা খান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি), গাজীপুর হতে কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় "Response of Wheat Genotypes to Salt Stress" তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল করিম এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কার্য সম্পাদন করেন। তিনি ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (গম অংশ) আর্থিক সহায়তায় উক্ত গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণায় সনাক্ত লবণাক্ততা সহিষ্ণু গমের অগ্রবর্তী লাইন BAW1147 লবণাক্ততা সহনশীল গমের জাত উদ্ভাবনে সরাসরি সহায়তা করবে এবং দেশের লবণাক্ত দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের গম চাষে উৎসাহিত করবে। ■

গণহত্যা দিবস পালিত

গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে প্রামাণ্যচিত্র দেখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, পরিচালক, বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিনের প্রথম প্রহরে রাত বারটা ১ মিনিটে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করা হয়। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পরিচালকদের নিয়ে প্রথমে শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করেন। এরপর একে একে বারি বিজ্ঞানী সমিতি, বারি কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি, বারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, বারি শ্রমিক সমিতি, কর্মকর্তা ক্লাব, কর্মকর্তা গৃহিণী ক্লাব, কর্মচারী ক্লাব ও শ্রমিক ক্লাব এবং বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয় ও আনন্দ শিশু কাননসহ নানা সংগঠন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পন করে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার লড়াইয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ইনস্টিটিউটের সামনের চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। প্রত্যুষে কালো ব্যাজ ধারণ এবং সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা , কর্মচারী, বারি হাই স্কুল ও আনন্দ শিশু কাননের ছাত্র-ছাত্রী, গৃহিণীদের একটি প্রভাতফেরি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা ভাষা দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি, তাৎপর্য এবং বর্তমানে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। এরপর শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ■

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রভাত ফেরি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

গত ৮ মার্চ সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এবারের নারী দিবসের থিম ছিল Be Bold For Change. সকালে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালি নিয়ে বিএআরআই ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ শেষে এক সভায় সবাই মিলিত হন। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) মো. শোয়েব হাসান । উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্র. ও যো.) ড. মো. আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. দীদার সুলতানা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় তিন শত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ■

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

ড. মো. আব্দুল আজিজ এর পরিচালক (কন্দাল ফসল) হিসেবে যোগদান

ড. মো. আব্দুল আজিজ গত ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (কন্দাল ফসল) হিসেবে যোগদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রি. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর হিসেবে যোগদান করেন। এরপর গত ২ এপ্রিল ২০১৩ মুখ্য বজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর যোগদান করে ২৬/০১/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করেন। ড. মো. আব্দুল আজিজ ১৯৮৩ সালে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনায় বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষিতত্ত্ব) হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালে কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সালে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ২০০৮ সালে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি পেয়ে উক্ত বিভাগে গবেষণা

ড. মো. আব্দুল আজিজ

কাজে কর্মরত ছিলেন। ২০০৩ সালে Physiological Mechanism of Salt Tolerance in Mungbean এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং Climate Change & Unfavourable Eco-System (Salinity, Drought, Water logging, Charland, Hill and Haor)-এর উপর গবেষণা কাজ শুরু করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ৩৯ টি গবেষণা নিবন্ধ এবং সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/ ওয়ার্কশপ প্রোসিডিং এ ৫৩ টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ৭টি বই ও ৯টি বুকলেট তিনি প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ভারত ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ৩ (তিন) পুত্র সন্তানের জনক। এই বিজ্ঞানী ১৯৫৮ সালের ৩০ জুন বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতি এর আজীবন সদস্য। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ উদ্যানতত্ত্ব সমিতি, বাংলাদেশ শস্য বিজ্ঞান সমিতি, বাংলাদেশ উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব সমিতি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানী সমিতি এর সদস্য। ■

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

বাহাউদ্দিন আহমেদ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল "Combining ability and heterosis in pumpkin." তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাকারিয়া এর তত্ত্বাবধানে "সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন" প্রকল্পের বৃত্তি নিয়ে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ আবু তাহের মাসুদ গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গবেষণা কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে প্রাপ্ত ৪ টি মিষ্টি কুমড়ার হাইব্রিড জাত কে আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাই এর জন্য উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের চলমান গবেষণা কার্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয় যা পরবর্তীতে নতুন হাইব্রিড জাত হিসেবে অবমুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। নতুন উদ্ভাবিত জাতসমূহ কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ করা গেলে এ দেশে মিষ্টিকুমড়ার উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। ■

বাহাউদ্দিন আহমেদ

কাওসার-ই-জাহান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) -এর অধিভূক্ত State Key Laboratory for Biology of Plant Diseases and Insect Pests, Institute of Plant Protection থেকে Molecular Plant Pathology বিষয়ে সাফল্যের সাথে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল "Functional Characterization of Three GGDEF-domain Proteins in *Xoo*" সাম্প্রতিক কালে ব্যাকটেরিয়ার signaling system –এ second messenger C-di-GMP –এর ভূমিকা নিয়ে গবেষণা কার্যের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। Diguanylate cyclases (DGCs) হলো এই C-di-GMP -এর key enzymes. ব্যাকটেরিয়ায় এই এনজাইমের প্রাচুর্যতা ও গুরুত্ব সত্ত্বেও এর catalytic and regulatory mechanisms সম্পর্কে গবেষণা এখনও অপ্রতুল। ব্যাকটেরিয়ার ব্লাইট রোগের প্যাথোজেন এর জেনোমে ১১টি শুধু-GGDEF যুক্ত প্রোটিন আছে। এই GGDEF-domains গুলোকে gene knockout-এর মাধ্যমে C-di-GMP network-এ এদের ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ analysis করে জানা যাবে কিভাবে ব্যাকটেরিয়া প্যাথোজেনেসিসে তার signaling system সমূহকে সমন্বিত করে। তিনি স্বনামধন্য উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ Professor Dr. He Chenyang এর মূল তত্ত্বাবধানে গবেষণা কার্য সম্পাদনা করেন। তাঁর গবেষণা কাজে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন Dr. Tian Fang. তিনি চীন সরকার প্রদত্ত বৃত্তির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হয়ে Beijing, China -তে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন। ■

কাওসার-ই-জাহান

মো. কফিল উদ্দিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি China Agricultural University, Beijing, P.R. China হতে Agricultural Entomology & Pest Control) বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "Courtship behavior and Sex Pheromone of Chinese Chive fly, *Bradysia odoriphaga* (Diptera: Sciaridae)। তিনি *Bradysia odoriphaga* (Diptera: Sciaridae) পোকার Sex Pheromone উদ্ভাবন করেন। তাঁর গবেষণা কাজের মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন Professor Dr. Long Zhang, Director of the Key Laboratory of the ministry of Agriculture, Department of Entomology, College of Plant Protection, China Agricultural University, Beijing, China. ড. কফিল চীনা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত China Scholarship Council (CSC) বৃত্তির অর্থায়নে অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ Sex pheromone সম্পর্কিত ফলাফল চীনা ভাষায় স্বনামধন্য Journal এবং আন্তর্জাতিক SCI journal এ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশে সেক্স ফেরোমন এর বেসিক গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে বাংলাদেশের অন্যান্য পোকার ফেরোমন উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। ■

মো. কফিল উদ্দিন

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

কৃষিবিদ দিবস উদ্‌যাপন

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বিএআরআই ক্যাম্পাসে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, গাজীপুর শাখার উদ্যোগে 'কৃষিবিদ দিবস ২০১৭' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও আলোকসজ্জা উল্লেখযোগ্য। এই দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিবিদদের ক্লাস ওয়ান মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। দিবসটি তাই কৃষিবিদদের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষিবিদের অংশগ্রহণে বিএআরআই ও ব্রি'র মহাপরিচালকদ্বয় র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন। আলোচনা সভায় বক্তারা এই দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। ■

কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি।

পরিদর্শন, প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস সংবাদ

গম গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মসলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, লালমনিরহাট পরিদর্শন করেন। তিনি গবেষণা ও বীজ উৎপাদন মাঠ ঘুরে দেখেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। উপ-কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মো. কামরুল ইসলাম গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। পরিচালক মহোদয় উপ-কেন্দ্রের গবেষণা ও মাঠ ব্যাবস্থাপনার উচ্ছসিত প্রশংসা ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনকালে তার সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রংপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. বদরুজ্জামান; কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁওয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ কে এম খোরশেদুজ্জামান এবং কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাজবাড়ী, দিনাজপুরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মাহফুজ বাজ্জাজ। ■

গত ২৮ শে জানুয়ারি সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহী এর সহযোগিতায় রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার দেবীপুর এলাকায় আলু ফসল উৎপাদনে অল্টারনেট ফারো সেচ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক একটি মাঠ দিবসের আয়োজন করে। ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএআরআই এর সভাপতিত্বে উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এবং গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএমডিএ। ■

গত ৪ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় খালাশপীর গ্রামে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, রংপুর এর সহযোগিতায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় খরাপ্রবণ এলাকায় আলু উৎপাদনে অল্টারনেট ফারো সেচ প্রযুক্তি শীর্ষক একটি মাঠ দিবসের আয়োজন করে। উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএআরআই এর সভাপতিত্বে উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালক ড.মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল। ■

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএআরআই, জয়দেবপুর এবং কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, বেনারপোতা এর যৌথ আয়োজনে হাড়দ্দা, ভোমড়া, সাতক্ষীরা সদর-এ ফসল উৎপাদনে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহার প্রযুক্তি শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাঠ দিবসটির অর্থায়নে ছিল বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF)। ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএআরআই এর সভাপতিত্বে উক্ত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী । ■

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, বেনারপোতা এর সেমিনার কক্ষে উপকূলীয় এলাকায় ফসল উৎপাদনে সেচ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ" শীর্ষক দিনব্যপি কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। । প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএআরআই এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ), বিএআরআই, গাজীপুর। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

ড. মো. লুৎফর রহমান এর পরিচালক (গবেষণা উইং) হিসেবে যোগদান

ড. মো. লুৎফর রহমান গত ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব) হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাট হাজারি, চট্টগ্রামে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর এবং ডাল গবেষণা স্টেশন, গাজীপুর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে তিনি ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ডাল গবেষণা স্টেশন, গাজীপুরে যোগদান করেন। তিনি ২০০০ সালে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, গাজীপুরে যোগদান করেন। দুই বছর পর গবেষণা উইং, বিএআরআইতে যোগদান করেন। তিনি প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে গবেষণা উইং, বিএআরআইতে ২০০৮ সালে যোগদান করেন।

ড. মো. লুৎফর রহমান

তিনি পদোন্নতি পেয়ে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে ২০১২ সালে প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বিএআরআই, গাজীপুর যোগদান করেন। ইনস্টিটিউট ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) থেকে ২০০৮ সালে তিনি উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেনিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও কনসালটেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, নেপাল, ভ্রমণ করেন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৪২ (বিয়াল্লিশ) টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও থিসিস, বুক, বুকলেট, ক্যাটালগ, মনোগ্রাফ, লিফলেট এবং বুলেটিনসহ তাঁর আরও ৩৪ (চৌত্রিশ) টি প্রকাশনা রয়েছে। ড. মো. লুৎফর রহমান, উদ্ভিদের রোগবালাই দমনের লক্ষ্যে বেশ কিছু আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যা কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছে। তিনি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় ১৯৬০ সালের মে মাসে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। ■

এপিএ টিমের বিএআরআই পরিদর্শন

গত ১৪ মার্চ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) টিমের বিশেষজ্ঞ পুলের সম্মানিত সদস্যগণ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। কর্ম সম্পাদন টিমের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. এস. এম নাজমুল ইসলাম, প্রাক্তন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল, প্রাক্তন সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন এবং জনাব এম এনামুল হক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। সম্মানিত সদস্যদের বিএআরআই এর বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আলোকে সম্পন্ন কার্য বিষয়ে অবহিত করা হয়। সদস্যরা বিএআরআই- এর গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, এবং বিআরআরআই মহাপরিচালক ড. ভাগ্য রানী বণিক। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (প্র. ও যো) ড. মো. আমজাদ হোসেন, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব) ড. তপন কুমার পাল, পরিচালক (কন্দাল ফসল) ড. আব্দুল আজিজ এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দ। ■

এপিএ টিম বিএআরআই গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করছেন।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

ড. তপন কুমার পাল, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) হিসেবে যোগদান

ড. তপন কুমার পাল গত ২৬ জানুয়ারি পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) হিসেবে যোগদান করেন। এখানে যোগদানের পূর্বে তিনি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল (তৎকালীন নারিকেল গবেষণা কেন্দ্র) এ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। উক্ত কেন্দ্রে থাকা অবস্থায় ১৯৯৬ সালে তিনি ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে তিনি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এবং গবেষণা উইং, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুরে দায়িত্ব পালন করেন। গবেষণা উইং এ কর্মরত অবস্থায় তিনি ২০০৮ সালে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পরিকল্পনা

ড. তপন কুমার পাল

ও মূল্যায়ন উইং, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুরেও তিনি একই পদে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত উইং এ কর্মরত অবস্থায় তিনি ২০১২ সালে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি পান। ড. পাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর হতে ২০০৯ সালে উদ্যানতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সফরে ভারত, নেদারল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ২৪টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ড. পাল কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতির আজীবন সদস্য এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা) এর সদস্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা এবং এক পুত্র সন্তানের জনক। তিনি ১৯৫৯ সালের ১২ ডিসেম্বর লক্ষীপুর (তৎকালীন নোয়াখালী) জেলার এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ■

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বঙ্গবন্ধু'র সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. মঞ্জুরুল হান্নান সহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তাঁরা পবিত্র ফতেহা পাঠ ও বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মোনাজাত করেন। পরে অতিথিবৃন্দ জাতির জনকের স্মৃতি বিজড়িত আবাসস্থল পরিদর্শন ও পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন। ■

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মোনাজাত করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সমন্বয়...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীগণ তাদের স্ব স্ব বিভাগ এবং প্রোগ্রাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতি শেষে শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শুরু হয় উন্মুক্ত আলোচনা সেখানে সবার অংশগ্রহণে একটি প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পরিচালকদের বক্তব্য প্রদান পর্বে বিএআরআই এর পরিচালকবৃন্দ তাদের স্ব স্ব কেন্দ্রের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। সবশেষে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল ইনচার্জকে ধন্যবাদ এবং গবেষণা কার্যক্রমকে আরও বেশি সময়োপযোগীভাবে এগিয়ে নেবার প্রত্যাশা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

জাতির জনকের শুভ জন্মদিন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮ তম জন্মদিন ও শিশুদিবস ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে। অবহেলিত বঞ্চিত বাঙালি জাতির মুক্তির দূত হিসেবে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন মাতা সাহারা খাতুন ও পিতা শেখ লুৎফর রহমানের ৩য় সন্তান। জন্মের পর তাঁর নানা বঙ্গবন্ধুর নাম রেখে বলেছিলেন এ ছেলের এ নাম হবে বিশ্বখ্যাত। অবশ্য তাই হয়েছে। কাকতালীয় হলেও সত্য মার্চ মাসে বাঙালি জাতি 'স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু' এ দু'টি শ্রেষ্ঠ উপহার লাভ করেছে। বংশগতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন দরবেশ শেখ আউয়ালের ৮ম অধস্তন পুরুষ যিনি হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) এর সাথে ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এবারের জন্মদিনে সারা দেশবাসীর সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। দিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে মিলাদ মাহফিল, কোরানখানি ও দোয়া অনুষ্ঠানসহ শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। ■

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। এছাড়াও পতাকা উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন ড.বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ উইং), ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (গবেষণা উইং), ড. মো. আমজাদ হোসেন, পরিচালক (প্র. ও যো. উইং), মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং), ড. মো. আব্দুল আজিজ ,পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র), ড. তপন কুমার পাল, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র)। পতাকা উত্তোললের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয়, আনন্দ শিশু কাননের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। রাতে ইনস্টিটিউটের মেইন বিল্ডিং, সবুজ চত্বর থেকে শুরু করে মেইন গেইট পর্যন্ত মনোরম আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। দুপুরে মসজিদে রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়। আলোক সজ্জার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য অবলোকন করার জন্য সন্ধ্যায় নারী পুরুষ ও শিশু কিশোরদের ব্যাপক সমাগম ঘটে এবং ইনস্টিটিউট চত্বর কিছু সময়ের জন্য হলেও অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) এর সভাপতিত্বে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা, মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয় দিবসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেন। এরপর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। সবশেষে বিভিন্ন খেলাধূলায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ■

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

মুখ্য সম্পাদক : ড. মো. আমজাদ হোসেন
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : মাহবুবা আফরোজ চৌধুরী
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮
ডিজাইন ও মুদ্রণে : রীতা আর্ট প্রেস
১৩/ক/১/১, কে এম দাস লেন, ঢাকা
ফোন : ৯৫৬৪৫৪০, ৪৭১১২৭৫৬